

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

232694 - যবে ব্যক্তিকোন ওজর ছাড়া রমযানরে রোযা রাখনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গে ফলেছে তার উপর কিকাযা পালন করা ফরয?

প্রশ্ন

যদি কটে কোন ওজর ছাড়া রমযানরে রোযা না-রখে থাকে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গে থাকে যবে দনিগুলোর রোযা সবে ভঙ্গ করছে সবে দনিগুলোর রোযা কাযা পালন করা তার উপর কি ফরয?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

রমযানরে রোযা পালন ইসলামরে অন্যতম একটা বুকন (মূল স্তম্ভ)। কোন মুসলমিরে জন্য ওজর ছাড়া রমযানরে রোযা ত্যাগ করা বধৈ নয়। যবে ব্যক্তি শরযিত অনুমোদতি কোন ওজররে কারণে (যমেন- অসুস্থ থাকা, সফরে থাকা, ঋতুগ্রস্ত হওয়া) রমযানরে রোযা বাদ দয়িছে কিংবা ভঙ্গ করছে; যবে রোযাগুলো সবে ভঙ্গেছে সবে রোযাগুলোর কাযা পালন করা আলমেগণরে ইজমার ভিত্তিতে তার উপর ফরয। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলনে, “আর কটে অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।”[সূরা বাক্বারা, ২ : ১৮৫]

আর যবে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অবহলো করে রমযানরে রোযা বর্জন করছে, সটো একটমিত্র রোযার ক্ষত্রে হলেও (যমেন সবে রোযার নয়িতই করনে কিংবা কোন ওজর ছাড়া রোযা শুরু করে ভঙ্গে ফলেছে) সবে কবরি গুনাতে (মহাপাপে) লপিত হয়ছে। তার উপর তওবা করা ফরয।

অধিকাংশ আলমেরে মতে, সবে যবে দনিগুলোর রোযা ভঙ্গেছে সবে দনিগুলোর রোযা কাযা পালন করা তার উপর ফরয। বরং কটে কটে এই মর্মে ইজমা উল্লেখ করছেন।

ইবনে আব্দুল বার বলনে: “গটো উম্মত ইজমা করছেন এবং সকলে উদ্ধৃত করছেন যবে, যবে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা পালন করনে, কনিতু সবে রমযানরে রোযা ফরয হওয়ার প্রতি বিশ্বাসী, সবে অবহলো করে, অহংকারবশতঃ রোযা রাখনে, ইচ্ছা করই তা করছে, অতঃপর তওবা করছে; তার উপর রোযার কাযা পালন করা ফরয।”[আল-ইযতযিকার (১/৭৭) থেকে সমাপ্ত]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইবনে কুদামা আল-মাকদসি বলেন:

“আমরা এ ব্যাপারে কোন ইখতলাফ জানিনি। কেননা রোযা তার দায়িত্বে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং রোযা পালন করা ছাড়া তার দায়িত্ব মুক্ত হবে না। বরং যত্নে ছলি সত্নে তার দায়িত্ব থেকে যাবে।”[আল-মুগনি (৪/৩৬৫)]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/১৪৩) এসছে:

যে ব্যক্তি রোযা ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে রোযা ত্যাগ করে সে ব্যক্তি সর্বসম্মতক্রমে (ইজমার ভিত্তিতে) কাফরে। আর যে ব্যক্তি অলসতা করে, কথিবা অবহলো করে রোযা ছড়ে দেয় সে কাফরে হবে না। কিন্তু, সে ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত (ইজমা সংঘটিত) একটি রুকন ছড়ে দেওয়ার মাধ্যমে মহা বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। নতুবর্গে কাছ থেকে সে শাস্তি ও সাজা পাওয়ার উপযুক্ত; যাত সে এবং তার মত অন্যরো এর থেকে নবিত্ত হয়। বরং কছি কছি আলমেরে মতে, সেও কাফরে। সে যে রোযাগুলো ভঙ করে সেগুলোর কাযা পালন করা ও আল্লাহর কাছ তওবা করা তার উপর ফরয।[সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল: শরযিত অনুমোদতি কোন ওজর ছাড়া যে ব্যক্তি রমযান মাসরে রোযা রাখবে না তার হুকুম কী? তার বয়স প্রায় সতরে বছর। তার কোন ওজর নই। তার ককিরা উচতি? তার উপর ককি কাযা পালন করা ফরয?

জবাবে তিনি বলেন: হুয়াঁ, তার উপর কাযা পালন করা এবং তার অবহলো ও বাড়াবাড়ি জন্য আল্লাহর কাছ তওবা করা ফরয।

তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ সংক্রান্ত যে হাদিসটি বর্ণিত আছে: “যে ব্যক্তি কোন (শরযি) ছাড় ব্যতীত কথিবা রোগে ব্যতীত রমযান মাসরে কোন একদিনে রোযা ভঙে সে সারা বছর রোযা রাখলেও কাযা পালন হবে না।” সে হাদিসটি দুর্বল, মুযতারবি, আলমেদরে নকিট এটি সহহি হাদিস নয়।[নুরুন আলাদ দারব ফতোয়াসমগ্র (১৬/২০১) থেকে সমাপ্ত]

কছি কছি আলমেরে মতে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের রোযা রাখেনি তার উপর কাযা পালন নই। বরং সে বেশি বেশি নফল রোযা রাখবে। এটি জাহেরি মতাবলম্বীদের মাযহাব। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমযিয়া ও শাইখ উছাইমীন এ অভিমতটি পছন্দ করছেন।

হাফযে ইবনে রজব হাম্বলি বলেন:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

জাহরৌমিতাবলম্বীদরে অভিমিত কথ্বা তাদরে অধিকাংশ আলমেরে অভিমিত হচ্ছ- ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারীর উপর কাযা নহে। শাফয়েরি ছাত্র আব্দুর রহমান থেকে, শাফয়েরি ময়েরে ছলে থেকেও এমন অভিমিত বর্ণতি আছে। ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা-নামায ত্যাগকারীর ক্ষত্রে এটি আবু বকর আল-হুমাইদরিও উক্ত: ‘কাযা পালন করলে দায়তিব মুক্ত হবে না’। আমাদরে মাযহাবরে অনুসারী পূববর্তী একদল আলমেরে অভিমিতও এটাই; যমেন- আল-জুযজানি, আবু মুহাম্মদ আল-বারবাহারি, ইবনে বাত্‌তাহ্।” [ফাতহুল বারী (৩/৩৫৫) থেকে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

বনি ওজরে নামায কথ্বা রোযা ত্যাগকারী কাযা পালন করবে না। [আল-ইখতিয়ারাত আল-ফকিহিয়া (পৃষ্ঠা-৪৬০) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন বলেন:

আর যদি মূলতই সে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওজর ছাড়া রোযা ত্যাগ করে; তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী, তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যিক নয়। কেননা কাযা পালন করে তার কোন লাভ হবে না। যহেতু তার থেকে সটো কবুল করা হবে না। কারণ ফকিহী নীতি হচ্ছ, ‘যদি নির্দিষ্ট কোন সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদত কোন ওজর ছাড়া উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে পালন করা না হয় তাহলে তার থেকে সটো কবুল করা হয় না।’ [মাজমুউল ফাতাওয়া (১৯/৮৯) থেকে সমাপ্ত]

সারকথা:

যে ব্যক্তি রমযানের রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করবে অধিকাংশ আলমেরে মতে, তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যিক। আর কিছু কিছু আলমেরে মতে, কাযা পালন করা শরয়িতসদিধ নয়। কেননা এটি এমন ইবাদত যে ইবাদতের সময় পার হয়ে গেছে। তবে, অধিকাংশ আলমে যে অভিমিত প্রকাশ করছেন সটো অগ্রগণ্য। কেননা, রোযা এমন ইবাদত যা ব্যক্তির দায়তিবে সাব্যস্ত হয়েছে; সুতরাং এটি পালন করা ছাড়া দায়তিব মুক্ত হবে না।